খবর
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ ... 23 OCT 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ...
৩৭
190

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

গোবিন্দগঞ্জ হাই স্কুল ভবনের আশু মেরামত দরকার

ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ বন্দরের কেন্দ্রস্থলে ১৯১২ সালে ঐতিহ্যবাহী গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালের পূর্বেই ১৫ কক্ষবিশিষ্ট এই বিদ্যালয় ভবনটি নির্মিত হয়। এই বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শ্রেণী কক্ষের অভ্যন্তরের ছাদ ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে ছাত্র-শিক্ষক তথা গোটা গোবিন্দগঞ্জবাসীর মনে মারাত্মক উৎকণ্ঠা বিরাজমান। যে কোন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের অনুরূপ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। ৪০ বছর পূর্বে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬০ জন আবাসিক ছাত্র নিয়মিত লেখা-পড়া করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীর চর্চা শিক্ষক এবং স্কাউট শিক্ষক রয়েছেন দু'জন। লেখাপড়া এবং খেলাধুলা অঙ্গনে এই বিদ্যালয়ের সুনাম সর্বজনবিদিত। উল্লেখ্য, বিগত ১৯৮৭ সাল এবং বর্তমান বছরের বন্যায় এই স্কুলগৃহ এতদঞ্চলের বন্যার্ত মানুষের একমাত্র আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আশ্রয় শিবিরে অবস্থানকারীরা স্কুলের ও ছাত্রাবাসের পায়খানাগুলো অকেজো ও ব্যবহারের অনুপযোগী করে রেখে যায়। তারা স্কুলের চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল ও ব্লাক বোর্ড ভেঙ্গে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। গোটা বিদ্যালয় চত্বর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিপূর্ণ। ১৯৮৭ সালে বন্যার পর স্থানীয় উপজেলা কর্তৃপক্ষ মেরামত বাবদ প্রদান করেন এক হাজার তিনশ' টাকা এবং এ বছর প্রদান করেন মাত্র তিনশ' টাকা। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কেন্দ্রের একমাত্র খেলার মাঠ এই বিদ্যালয় সংলগ্ন, যার দু'পাশেই নেই প্রাচীর। এর দরুন প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়ের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন ও অসমান দেওয়ালবিহীন মাঠ প্রত্যক্ষ করলে যে কোন পথচারীর করুণার উদ্রেক করে। বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান আশংকাজনক অবস্থায় বিদ্যালয়ের এক হাজার ছাত্রের এবং শিক্ষক/ অশিক্ষক কর্মচারীদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে গোটা এলাকাবাসী আতংকিত। স্থানীয় উপজেলা প্রকৌশলী ইতিমধ্যেই দুটো শ্রেণী কক্ষ ব্যবহার চূড়ান্তভাবে বন্ধ এবং অপর কক্ষগুলো আশু মেরামতের পরামর্শ প্রদান করেছেন। এই বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিল্ডিং গ্রান্ট, হোস্টেল গ্রান্ট ও ফিল্ড গ্রান্ট পায় না। স্থানীয় এলাকার লোকজন বন্যার কারণে আর্থিক অনটনে পতিত হওয়ায় ছাত্ররা নিয়মিত বেতন প্রদান করতে পারছে না। ফলে স্কুলের আর্থিক অবস্থা অবনতির দিকে ধাবমান।

জরুরী ভিত্তিতে এই বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন রাখছি।

মোঃ শামসুল আলম প্রধান
সহ-সভাপতি
গোবিন্দগঞ্জ হাই স্কুল
ম্যানেজিং কমিটি
ডাকঘরঃ গোবিন্দগঞ্জ